সুবর্ণ-রেখা

Friday.

জে, জে, ফিল্মস কর্পোরেশন এর

সুবর্ণ রেখা

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা

ঋত্বিক ঘটক

সঙ্গীত : ওস্তাদ বাহাদুর খাঁ

মূল কাহিনী ও প্রযোজনা : রাধেশ্যাম; চিত্রগ্রহণ : দিলীপরঞ্জন মুখোপাধ্যায় সম্পাদনা : রমেশ যোশী ; শিল্পনির্দেশনা : রবি চট্টোপাধ্যায় ; শব্দ গ্রহণ : সত্যেন চট্টোপাধ্যায় ; শব্দ পুনর্যোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ ; ব্যবস্থাপনা : পরিতোষ রায় ; নেপথ্যে শব্দ লেখনী : জ্যোতি চট্টোপাধ্যায় ; রূপসজ্জা : মনোতোষ রায় ; কর্মসচিব : বংশীধর দীপক ; নেপথ্য কণ্ঠে : আরতি মুখোপাধ্যায় ও রণেন রায় চৌধুরী। 'আজ ধানের খেতে' গানটি বিশ্ব-ভারতার সৌজন্যে ; প্রচার পরিকল্পনা : বাগীশ্বর ঝা

সহকারী

চিত্রনাট্য : উমানাথ ভট্টাচার্য, পরিচালনায় : উমানাথ ভট্টাচার্য, প্রদীপ-কুমার নিয়োগী ও সত্যব্রত চট্টোপাধ্যায়, চিত্রগ্রহণ : গৌর কর্মকার, সুখেন্দু দাশগুপ্ত, সম্পাদনা : অমলেশ সিকদার, কালিপদ রায়, শিল্প-নির্দেশনা : সুরেশচন্দ্র, শব্দগ্রহণ : সৌমেন চট্টোপাধ্যায়, বাবুজি, শব্দ পুনর্যোজনা : এডেল মুলান, পাঁচুগোপাল ঘোষ, ভোলানাথ সরকার, ব্যবস্থাপনা : দুলাল সাহা, সুধীর ঘোষ

রূপায়ণে

মাধবী মুখার্জী, অভি ভট্টাচার্য, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, জহর রায়, শ্যামল ঘোষাল (এ্যাঃ), অবনীশ ব্যানার্জী, বাহাদুর খাঁ, সেকেন্দার আজম, অরুণ চৌধুরী, পীতাম্বর, রমেন রায়চৌধুরী, উমানাথ ভট্টাচার্য, রাধা-গোবিন্দ ঘোষ, নারায়ণ ধর, রবি চ্যাটার্জী, ভানু ঘোষ, অজিত লাহিড়ী, পীযূষ গাঙ্গুলী, গুপী ব্যানার্জী, শ্রীমান অরুণ, শ্রীমান অশোক, গীতা দে, সীতা মুখার্জী, ইন্দ্রাণী চক্রবর্ত্তী, কল্পনা জানা, রুবি মিত্র এবং বিজন ভট্টাচার্য

টেকনিসিয়ান্স ষ্টুডিওতে গৃহীত এবং আর, বি, মেহতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত

বিশ্ব পরিবেশনা

রাজশ্রী পিকচার্স প্রাইভেট লিমিটেড

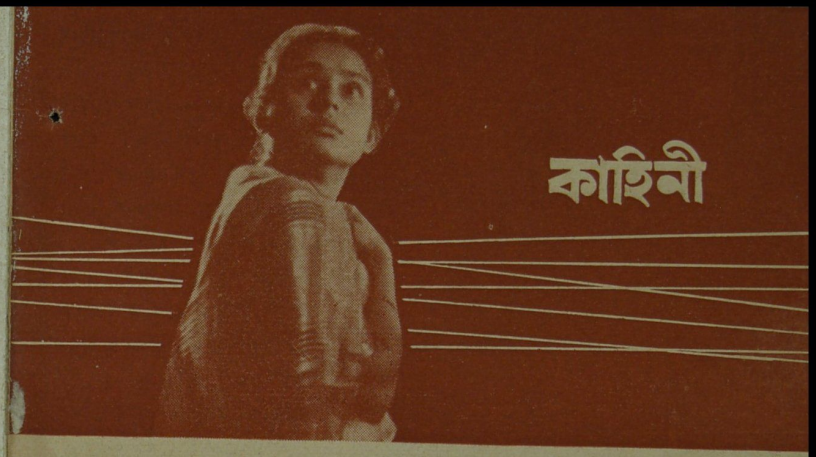

কাহিনী

উনিশশো আটচল্লিশের বাঙলা দেশ। জালিয়ান্‌ওয়ালাবাগ দিবস। তখন সদ্য স্বাধীন দেশে বিভক্ত বাঙলা দেশের উদ্বাস্তুর দল দলে-দলে আসছে। মহানগরের আশে-পাশে জমী জবরদখল করে মাথা গোঁজবার জন্য কলোনী তৈরী করছে।

এমনি এক জবরদখল কলোনীতে ঠাঁই নিয়েছে ঈশ্বর চক্রবর্ত্তী এবং হরপ্রসাদ। ঈশ্বর চলে এসেছে ছোট বোন সীতাকে নিয়ে। বাগদীবৌ কৌশল্যা এসেছে একমাত্র ছেলে অভিরামকে নিয়ে। হঠাৎ জমিদারের ট্রাক এসে বাগদী বউকে চালান করে দিল। নিরাশ্রয় অভিরামকে ঈশ্বর আশ্রয় দিলেন।

ঘটনাচক্রে একদিন কলেজের বন্ধু রামবিলাসের সঙ্গে ঈশ্বরের দেখা হল। কথায়-কথায় ঈশ্বরের বর্তমান দুরাবস্থার কথা জেনে ছাতিমপুরে তার নিজস্ব ব্যবসার খাজাঞ্চীর কাজের জন্য তাকে কথা দেয়। ঈশ্বর স্তম্ভিত এবং কৃতজ্ঞ।

.....ছাতিমপুর। ছোট্ট শান্ত জায়গা। আর তিনজনের ছোট্ট সংসার—ঈশ্বর, সীতা এবং অভিরাম। এখানকার আয়রণ ফাউন্ড্রীর ফোরম্যান মুখুজ্জে বড় রসিক লোক। দেখতে দেখতে এ সংসারের বয়স বাড়লো। সীতার গানের গলা ভাল বলে সে মার্গ সঙ্গীত শিখছে। অভিরাম পড়ছে। ঈশ্বর এখন ম্যানেজার হয়েছে। এদিকে অভি আর সীতা যে প্রেমে পড়েছে একথা ঈশ্বর জানে না। খালি সীতার বুক দুরু-দুরু করে যখন অভি ওকে বলে, ও বড়

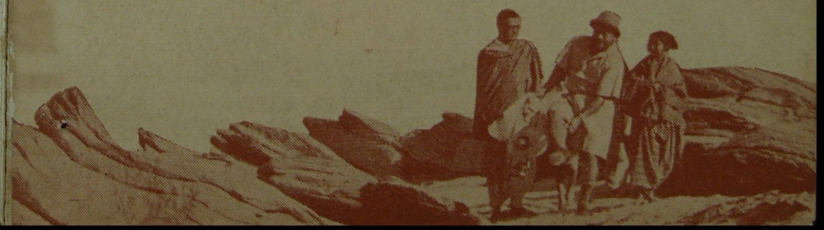

হয়ে গেছে। অভিরামের পাশের খবর হল। ঈশ্বর অভিকে জার্মানীতে পাঠাতে চায় ইঞ্জিনিয়ারিং শেখাতে কিন্তু অভি যেতে রাজী হয় না। ফুলের মালা পরিয়ে অভি সীতাকে বিয়ে করতে চায়। হঠাৎ এমন দ্বন্দ্ব-মুহূর্তে রামবিলাস আর এক সুসংবাদ নিয়ে ঈশ্বরের কাছে হাজির হল। সে তার ব্যবসায় ঈশ্বরকে অংশীদার করে নিতে চায়। কিন্তু ঘটনাচক্রে রামবিলাস জানতে পারলো, অভিকে ঈশ্বর পথ থেকে কুড়িয়ে এনেছে। ধর্মভীরু রামবিলাস বিচলিত হয়ে এ প্রস্তাব নাকচ করলেন। মুখুজ্জে ঈশ্বরকে পরামর্শ দেয় অভিকে তাড়াতে এবং সীতার বিয়ের ব্যবস্থা পাকা করতে। অভি এ ব্যাপারে প্রতিবাদ জানালে সে বিতাড়িত হল। সঙ্গে সীতা।

..... কলকাতায় অভি-সীতার জীবন দুঃখ-কষ্টের মধ্যে দিয়ে গড়িয়ে চলেছে। এরমধ্যে ওদের একটা ছেলে হয়েছে। নাম রেখেছে বিনু।

ওদিকে ঈশ্বরের চার পাশে খালি সীতার শূণ্যতা। বারবার মনে হয় নিজের জীবন নাশের চিন্তা। হঠাৎ ধূমকেতুর মত এক যুগ পরে হরপ্রসাদ এসে হাজির হল। তার সর্বস্ব গেছে।

শেষপর্য্যন্ত অভি ড্রাইভারীর চাকরী পেল। অভি বেড়িয়ে যায় কাজে। রাতে অপেক্ষা করে তার জন্যে সীতা আর বিনু। হঠাৎ খবর আসে, একজনকে চাপা দেওয়ায় জনতা অভির বাস জ্বালিয়ে ফেলেছে, অভিও মারা গেছে।

সীতা অজ্ঞান হয়ে পড়লো।

.....হরপ্রসাদের সঙ্গে ঈশ্বর কলকাতায় চলে এসে ভাবে ভোগই মুক্তির পথ। তাই রেসের ময়দান, রেষ্টুরেন্ট-বার থেকে গভীর রাতে ট্যাক্সি করে হোটেলে ফেরে। ঈশ্বরকে এসে ধরে বসে দালাল—বাঈজীর গান শোনাবে সে।

ভয়ে কাঁপছে সীতা। জীবনে এই প্রথম। ঈশ্বর ঢুকলো সীতার ঘরে। তার দৃষ্টি আচ্ছন্ন। সবই ঝাপসা তার চোখে। একটা মৃত্যু ঘটলো হঠাৎ। সীতা নেই।

এরপর ঘটনা সংক্ষিপ্ত। ঈশ্বরের মামলা আদালতে উঠেছিল। শেষ অবধি সে খালাস পেয়ে বিনুকে নিয়ে ছাতিমপুরে যায়। কিন্তু সেখানে তার আসনটি পূর্ণ। মুখুজ্জে এখন ম্যানেজার।

সুবর্ণরেখার ধারে ওরা এসে পৌঁছয়। বিনু নদী দেখে লাফিয়ে ওঠে। তার সীতা মা একদিন এই সুবর্ণরেখার কথাই বলেছিল। ওরা দিগন্ত পেরিয়ে চলে গেল।

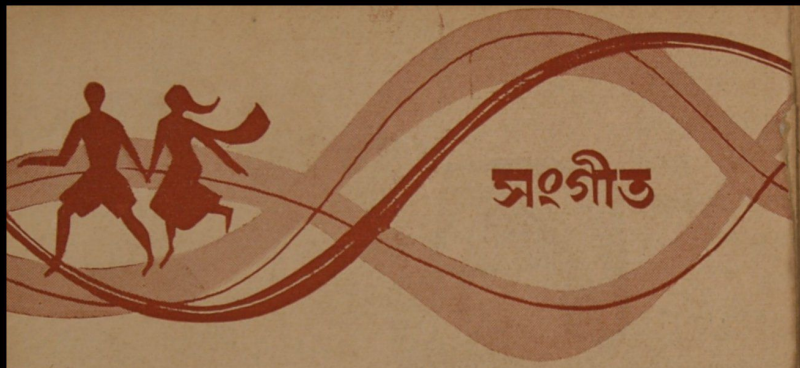

সংগীত

(১)

আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্র ছায়ায়
লুকোচুরী খেলা,
রেভাই, লুকোচুরী খেলা।
নীল আকাশে কে ভাসালে
সাদা মেঘের ভেলা,
রেভাই, লুকোচুরী খেলা॥
আজ ভ্রমর ভোলে মধু খেতে,
উড়ে বেড়ায় আলোয় মেতে—
আজ কিসের তরে নদীর চরে,
চখা চখীর মেলা॥
যাবনা আজ ঘরে, রেভাই,
যাবনা আজ ঘরে।
আকাশ ভেঙ্গে বাহিরকে আজ
নিজেরে লুট করে।
যেন, জোয়ার জলে ফেনার রাশি,
বাতাসে আজ ছুটছে হাসি,
আজ বিনা কাজে বাজিয়ে বাঁশি,
কাটবে সকাল বেলা॥

(২)

আলী, দেখা ভোর ভই।
লোগ জাগে, পবন জাগে,
পনছি জাগে
গগন বিরাজে॥
শ্যাম তু শোবত হো অব কাহে।
সগরি ব্যয়না কাঁহা জাগে॥
(প্রাচীন ধ্রুপদ সংগ্রহ)

(৩)

আজকী আনন্দ, আজকী আনন্দ
ঝুলত ঝুলনে শ্যামরচন্দ॥
(প্রাচীন রাজপুত সংগ্রহ)

(৪)

মোরা তুখুয়া কা সে কহুঁ
মোহন বিনা জীয়া নহি লাগে॥
দেবো, ভোর ভয়ঁা,
দশদিশ জাগে,
মোহেতু কাছে রূপাও॥
শতগুণ, নিধি মম, আও জীবনধন
মোহে তুম রাহ দিখাও॥
মোহন তুম আওরে আও॥
মোরা তুখুয়া……
(প্রাচীন সংগ্রহ)

(৫)

খেলন আয়ে হোরী বরখাকে সময়,
ঘন গরজও ঢপ ধুকার॥
ধন গুলাল লিয়ে দামিনী দমকত
রহুঁকী পড়ত কুহার ফুহার॥
(প্রাচীন হোরী সংগ্রহ)

OUR NEXT OUTSTANDING RELEASE

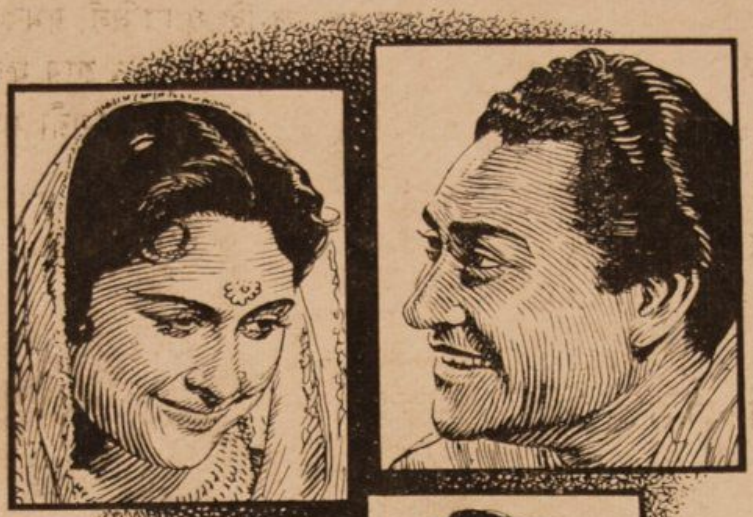

PRASAD
PRODUCTIONS
(MADRAS)
present

A
Dignified
Domestic
Drama

DADI MAA

Starring
ASHOK KUMAR
BINA ROY
MEHMOOD
SHASHIKALA
TANUJA
MOHAN CHOTI

Direction- PRASAD • Music- ROSHAN

Navrang Printers—Calcutta-13